04

তারিখ 18 FEB 1992
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮

সংসদে শিক্ষামন্ত্রীর বিবৃতি

অর্থমন্ত্রী ফিরলে শিক্ষকদের দাবী বিবেচনা করা হবে

।।সংসদরিপোর্টার।।

অর্থমন্ত্রী বিদেশ থেকে ফেরার এক সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষামন্ত্রণালয় বিষয়ক সংসদের স্থায়ী কমিটিতে ধর্মঘটরত শিক্ষকদের দাবী বিবেচনার জন্য উদ্যোগ নেয়াহবে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকার গতকাল সোমবার সংসদকে একথা অবহিত করেন। আওয়ামী লীগের তোফায়েল আহমেদের প্রস্তাব অনুযায়ী এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনারা

৬–এর পাতায় দেখুন

অর্থমন্ত্রী ফেরার পর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বক্তব্যের জবাবে তিনি সংসদে একটি বিবৃতিদেন।

তাঁর বিবৃতিতে শিক্ষক ধর্মঘট নিরসনে সরকারের সুনির্দিষ্ট বক্তব্য না থাকায় শেখ হাসিনা শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে সরাসরি বক্তব্য আহবানকরেন।

শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকার তার তরফ থেকে শিক্ষক ধর্মঘট নিরসনে কোনরকম কার্পণ্য করেন নি দাবী করে বলেন, ডিগ্রী পরীক্ষার আগে তাদের বলেছি আপনাদের দাবীর ন্যায্যতা সম্পর্কে কিছু বলব না। আপাততঃ পরীক্ষাটা শেষ করে পরে বসব। এজন্য মন্ত্রী পর্যায়ের ৩ সদস্যের যে কমিটি গঠন করা হয় তারমধ্যে অর্থমন্ত্রী দেশের বাইরে থাকায় আমরা বৈঠক করতে পারিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশন জট চলছে। ডিগ্রী পর্যায়ে যাতে সেশনজট সৃষ্টি না হয় সে জন্য ডিগ্রী পরীক্ষা শুরু করা হয়। চলতি মাসের সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে বিষয়টি আলোচনা করা হবে। প্রয়োজনে শিক্ষক নেতাদের স্থায়ী কমিটিতেও ডাকা হতে পারে।

তিনি বিবৃতিতে বলেন, ডিগ্রী পরীক্ষা চালাচ্ছেন আমাদের সরকারী কলেজের শিক্ষকরা। তাছাড়াও বেসরকারী কলেজের শিক্ষকদের ৬০ শতাংশ পরীক্ষা নিচ্ছে। শিক্ষকদের ১২৫ কোটি টাকা অতিরিক্ত দিয়ে ঐ টাকা আয়ের গ্যারান্টিহীন কৃষকদের উপর কর আকারে চাপানো হবে কিনা ভাবতে চাই। শিক্ষকদের সর্বনিম্ন নিশ্চয়তা থাকলেও আছে কিন্তু কৃষকদের মোটেই নেই।

শেখ হাসিনা এখন পর্যন্ত শিক্ষক ধর্মঘট অবসানে সমঝোতা করতে না পারায় সরকারের সমালোচনা করেন। শিক্ষকদের সমস্যা নিরসন না করে তাদের পরিবর্তে বেকারদের চাকরি দেয়ার হুমকি ধমকী চলছে। যা আমাদেরকে এরশাদ সরকারের স্বৈরশাসনের হুমকির–ধমকীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ছাত্রদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হচ্ছে। পুলিশ দিয়ে পরীক্ষা নেয়ার নামে কি ধরনের পরীক্ষা চলছে মানুষ

তিনি বলেন, ক্ষমতায় যখন গেছেন, বিদেশী সাহায্য আনছেন, দায়িত্ব নিয়েছেন দায়িত্ব আপনাদেরই পালন করতে হবে। সব পর্যায়েই পয়সার কথা তুলবেন আমাদের বুঝতে বলবেন এটা হয় না, মানুষ সরকারের কাছেই চাইবে।